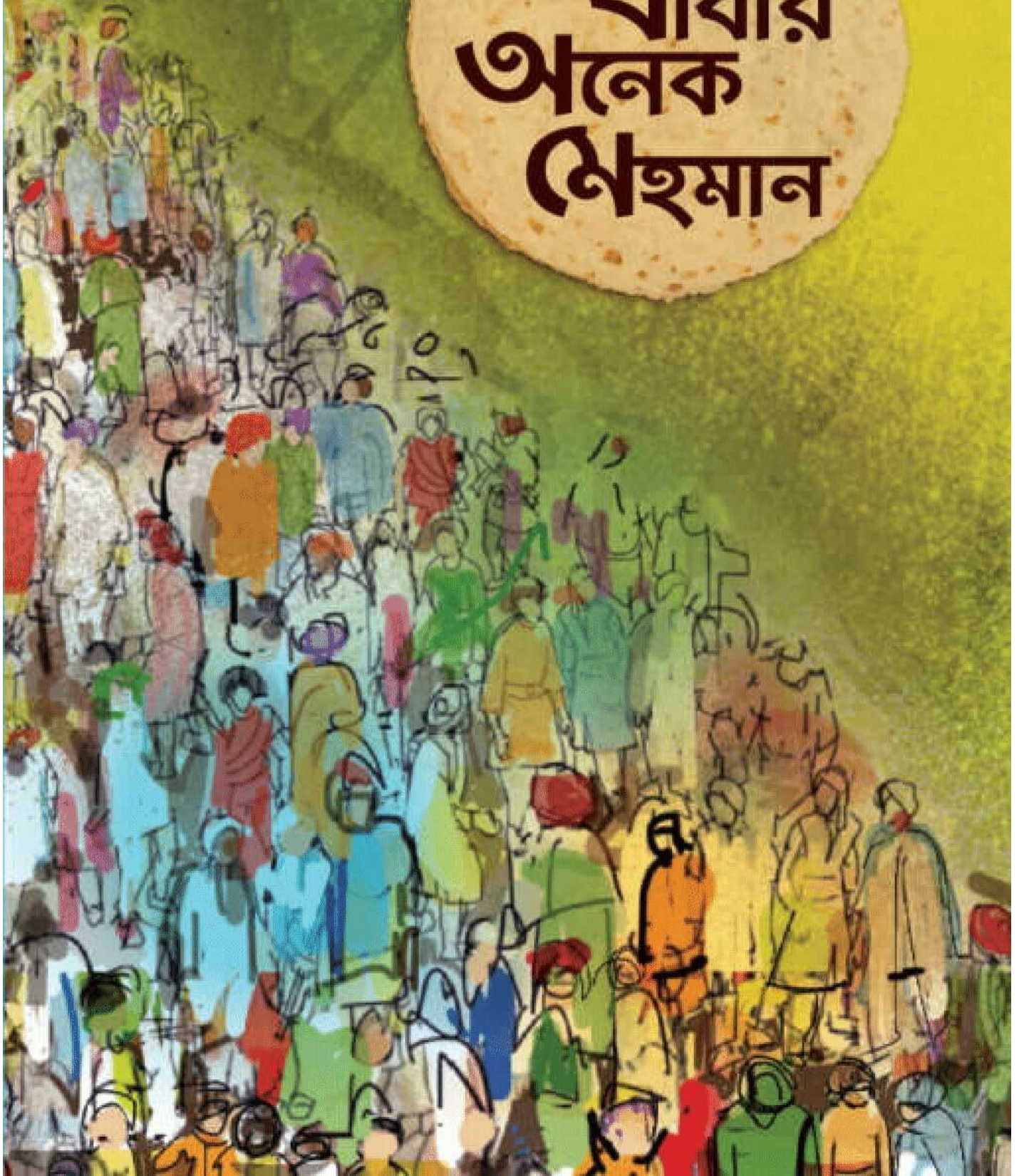
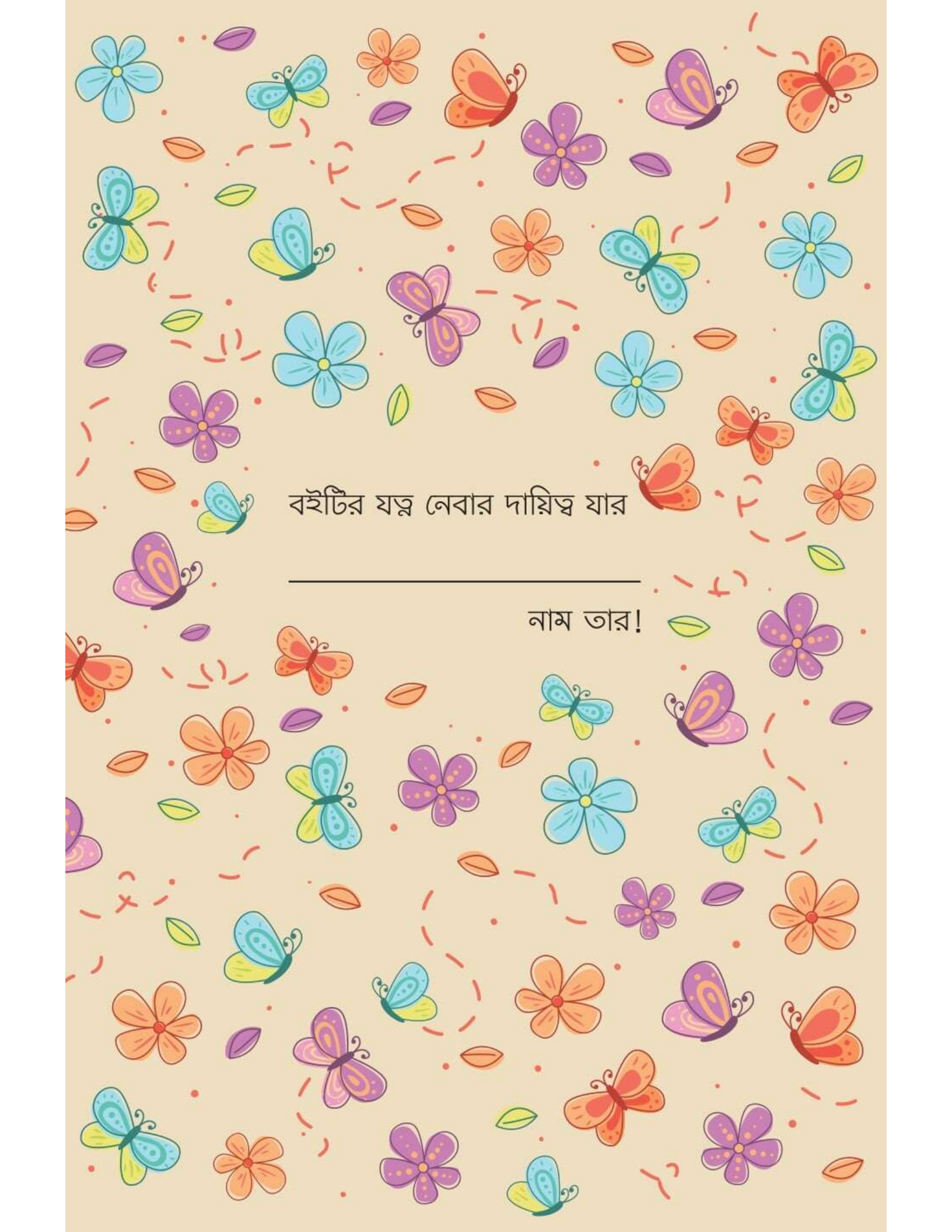


অল্প খাবার অনেক মিহমান





বইটির যত্ন নেবার দায়িত্ব যার

নাম তার!

অনেক অনেক দিন আগের কথা। নবি
মুহাম্মাদ ﷺ তখন মাদীনায বাস করেন।
মাদীনার সবাই খুবই চিন্তিত। কারণ,
শত্রুদের এক বিরাট বাহিনী মাদীনার দিকে
ছুটে আসছে।





কী করে মাদীনা শহরকে
রক্ষা করা যায়?



ছোট বকুরা! সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তোমাদের জন্য এই বইগুলো প্রস্তুত করেছেন অনেকে মিলে। একেবারে প্রথমে ভেবেছিলেন শরীফ আবু হায়াত অপু ভাইয়া; সাথে ছিলেন সানজিদা শারমিন আর ইয়েসমিন আপু। এরপর আবার নতুন করে শুরু করেছেন আহমদ রফিক ভাইয়া। লেখক আর অঙ্কনশিল্পীদের সাথে বইগুলো সুন্দর করার জন্য এরপর এগিয়ে এসেছেন তোমাদের মালিহা আপু, শারমিন ফারজানা বাসুনিয়া, শরীফুল আলম, মাসুদ শরীফ আর যাহিদ ভাইয়া। আবার আতিক ভাইয়া কষ্ট করেছেন ছাপা সুন্দর করতে; সাহিল ও তোফায়েল ভাইয়া চেষ্টা করেছেন তোমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে। তাওহীদ ভাইয়া চিন্তায় ছিলেন, 'এত টাকা লাগবে! তা কোথায় পাব আমরা?' এছাড়া আরও অনেকের অবদান রয়েছে অনেক কাজে।

তোমরা তো ছোট মানুষ, নিষ্পাপ। তোমরা সকলের জন্য দু'আ করবে যেন তারা আরও অনেক অনেক ভালো কাজ করতে পারেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে মাফ করে দেন।

তথ্যসূত্র

- বুখারী ৬৪:১৪৫
- ইবন হাজার আল-আস্কালানি, "ফাতহুল বারী"
- সফিউর রহমান মুপারাকপুরী, "দা সিল্ড নেস্টার"

তোমার অনুভূতি...



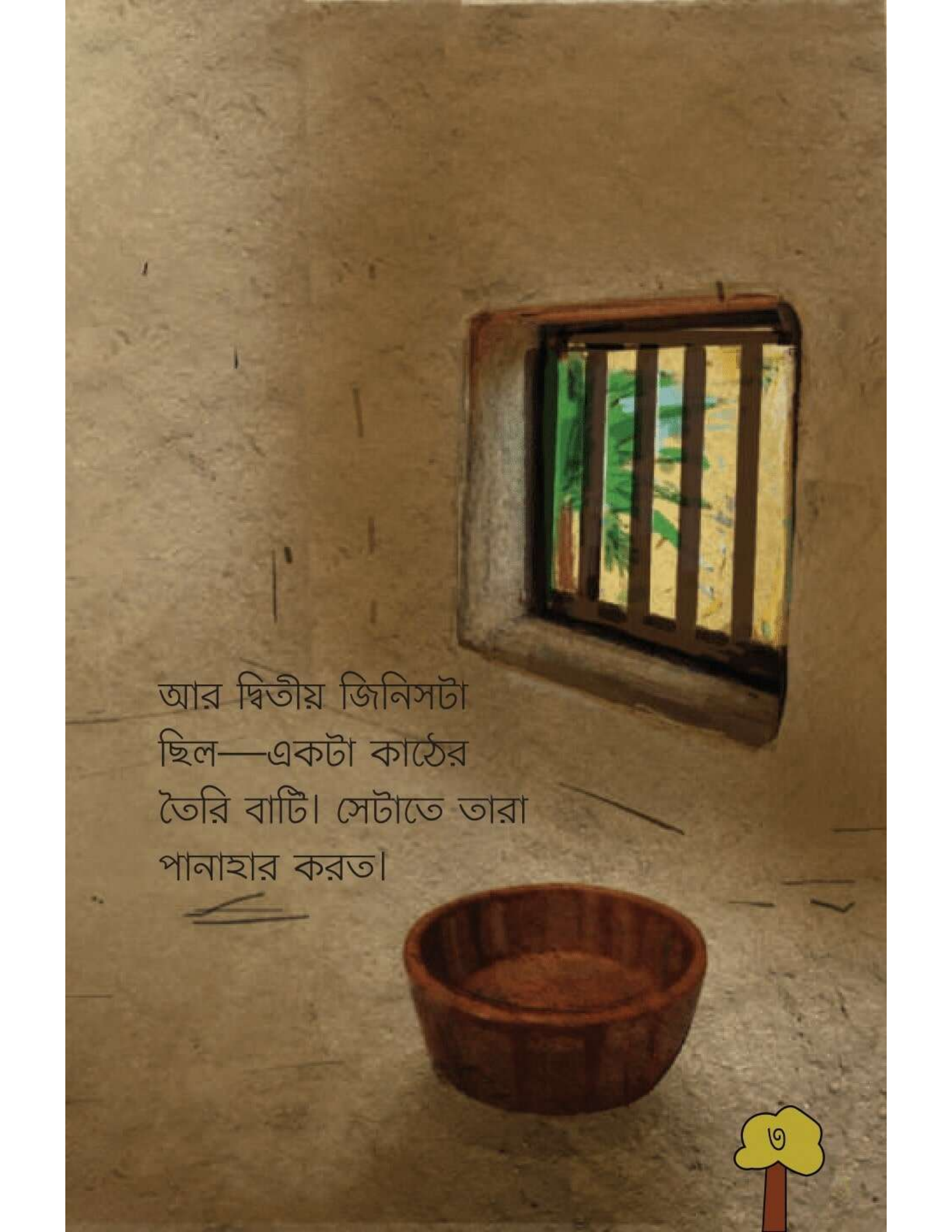
এক
কাঠুরের
গল্প



এক ছিল গরিব লোক। সে বাস করত মাদীনা
শহরে, একটা ছোট বাড়িতে। সঙ্গে থাকত
তার পরিবার। তারা দিনের পর দিন না খেয়ে
কাটাত।

তারা এতই গরিব ছিল যে, তাদের বাসায়
কিছু ছিল না, শুধু দুটি জিনিস ছাড়া। একটা
কম্বল; সেটার অর্ধেকটা তারা মাটিতে
বিছাতো। বাকি অর্ধেকটা গায়ে দিতো।



A photograph of a prison cell. The walls are made of rough, light-brown plaster. A small, square window with dark wooden bars is set into the wall. Through the bars, a glimpse of green foliage and a yellow wall is visible. On the floor, which is also made of rough plaster, sits a shallow, round wooden bowl. The text is written in Bengali script on the left side of the image.

আর দ্বিতীয় জিনিসটা
ছিল—একটা কাঠের
তৈরি বাটি। সেটাতে তারা
পানাহার করত।



ছোট্ট বন্ধুরা! সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তোমাদের জন্য এই বইগুলো প্রস্তুত করেছেন অনেকে মিলে। একেবারে প্রথমে ভেবেছিলেন শরীফ আবু হায়াত অপু ভাইয়া; সাথে ছিলেন সানজিদা শারমিন আর ইয়েসমিন আপু। এরপর আবার নতুন করে শুরু করেছেন আহমদ রফিক ভাইয়া। লেখক আর অঙ্কনশিল্পীদের সাথে বইগুলো সুন্দর করার জন্য এরপর এগিয়ে এসেছেন তোমাদের মালিহা আপু, শারমিন ফারজানা বাসুনিয়া, শরীফুল আলম, মাসুদ শরীফ আর যাহিদ ভাইয়া। আবার আতিক ভাইয়া কষ্ট করেছেন ছাপা সুন্দর করতে; সাহিল ও তোফায়েল ভাইয়া চেষ্টা করেছেন তোমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে। তাওহীদ ভাইয়া চিন্তায় ছিলেন, ‘এত টাকা লাগবে! তা কোথায় পাব আমরা?’ এছাড়া আরও অনেকের অবদান রয়েছে অনেক কাজে।

তোমরা তো ছোট মানুষ, নিষ্পাপ। তোমরা সকলের জন্য দু’আ করবে যেন তারা আরও অনেক অনেক ভালো কাজ করতে পারেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে মাফ করে দেন।

তথ্যসূত্র

- সুনান ইবনে মাজাহ ৩:১২:২২৮২
- সুনান আবু দাউদ ৮৬:৯

কাঠের গুড়ি মোনার মোহর





অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে বাস করতেন এক
সং লোক। তিনি ভাবলেন, তিনি ব্যবসায়ী হবেন।
দেশ-বিদেশে ব্যবসা করবেন। এক দেশের পণ্য আরেক
দেশে নিয়ে যাবেন। মানুষের উপকার করবেন।

কিন্তু ব্যবসা শুরু করতে তো অনেক টাকা লাগবে।
তার কাছে যে এত টাকা নেই!

তাই তিনি গেলেন এক ঋণদাতার কাছে। গিয়ে
বললেন, “আমাকে এক হাজার সোনার মোহর ধার
দেবেন, ভাই?”

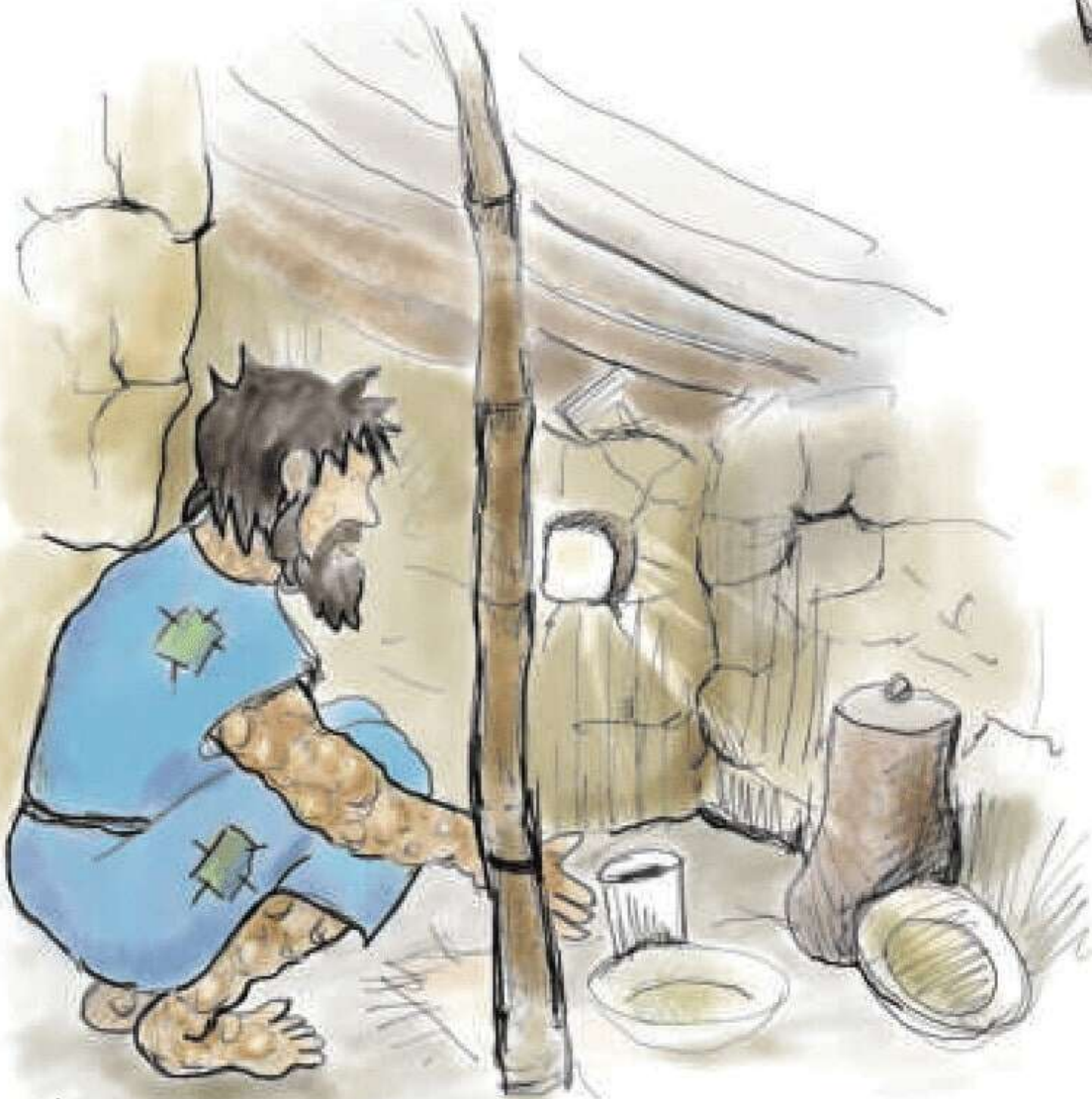
মোহর মানে কী, জানো? মোহর হচ্ছে মুদ্রা; সোনার
মোহর মানে স্বর্ণমুদ্রা।

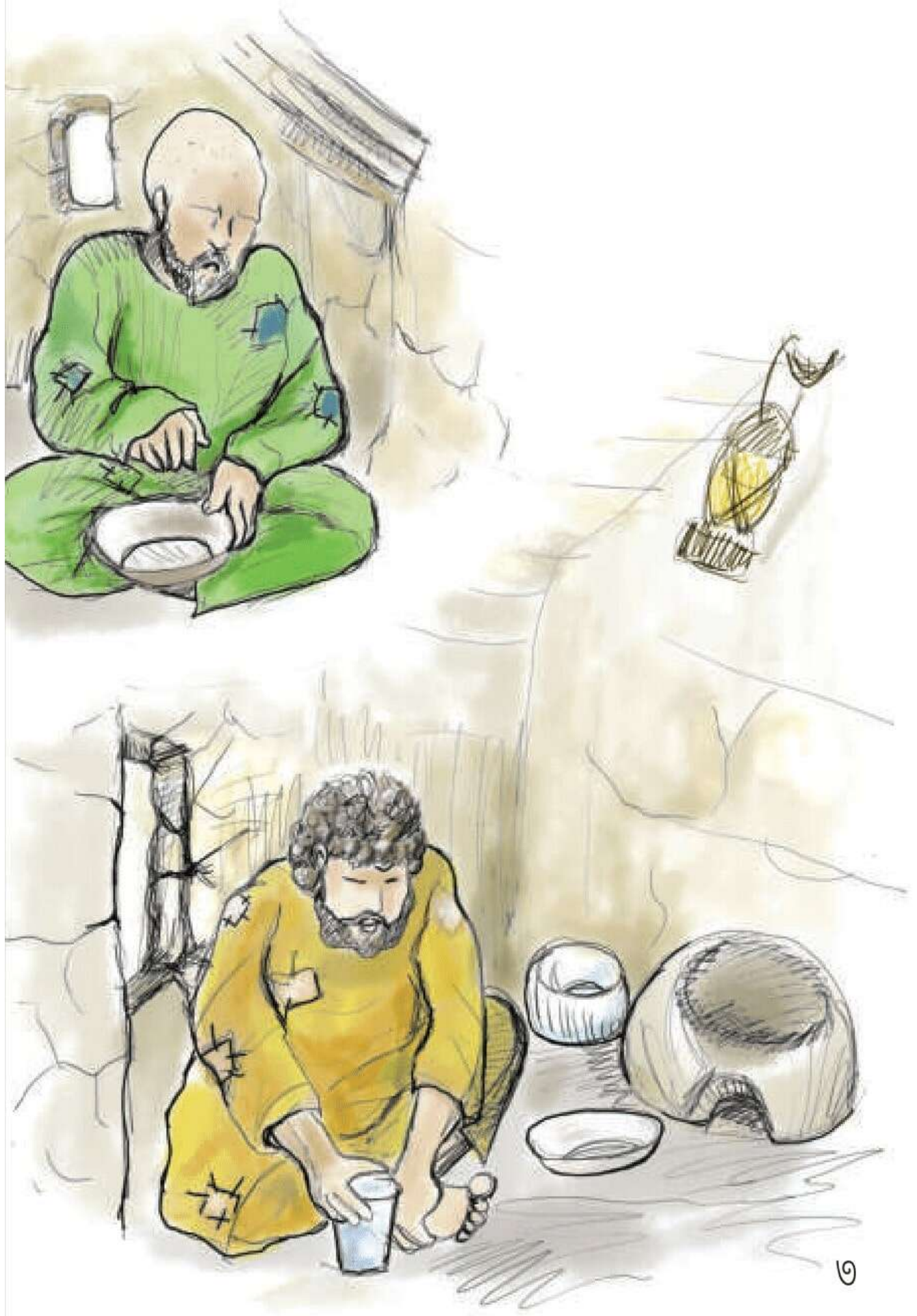


তিন গরীব ও ফেরেশতা



সে অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে বাস
করত তিনজন গরিব লোক। তারা ছিল খুব
গরিব। কোনো কোনো দিন তাদের খাবারই
জুটত না। তাদের গায়ে থাকত ছেড়া
জামা-কাপড়।





বাঁধ ভাঙা 'বন্যা'



আরবের একটি দেশের নাম ইয়েমেন। এক
সময় ইয়েমেনে এক বিশাল রাজত্ব ছিল।
সেখানে ছিল ভারি সুন্দর একটা শহর।

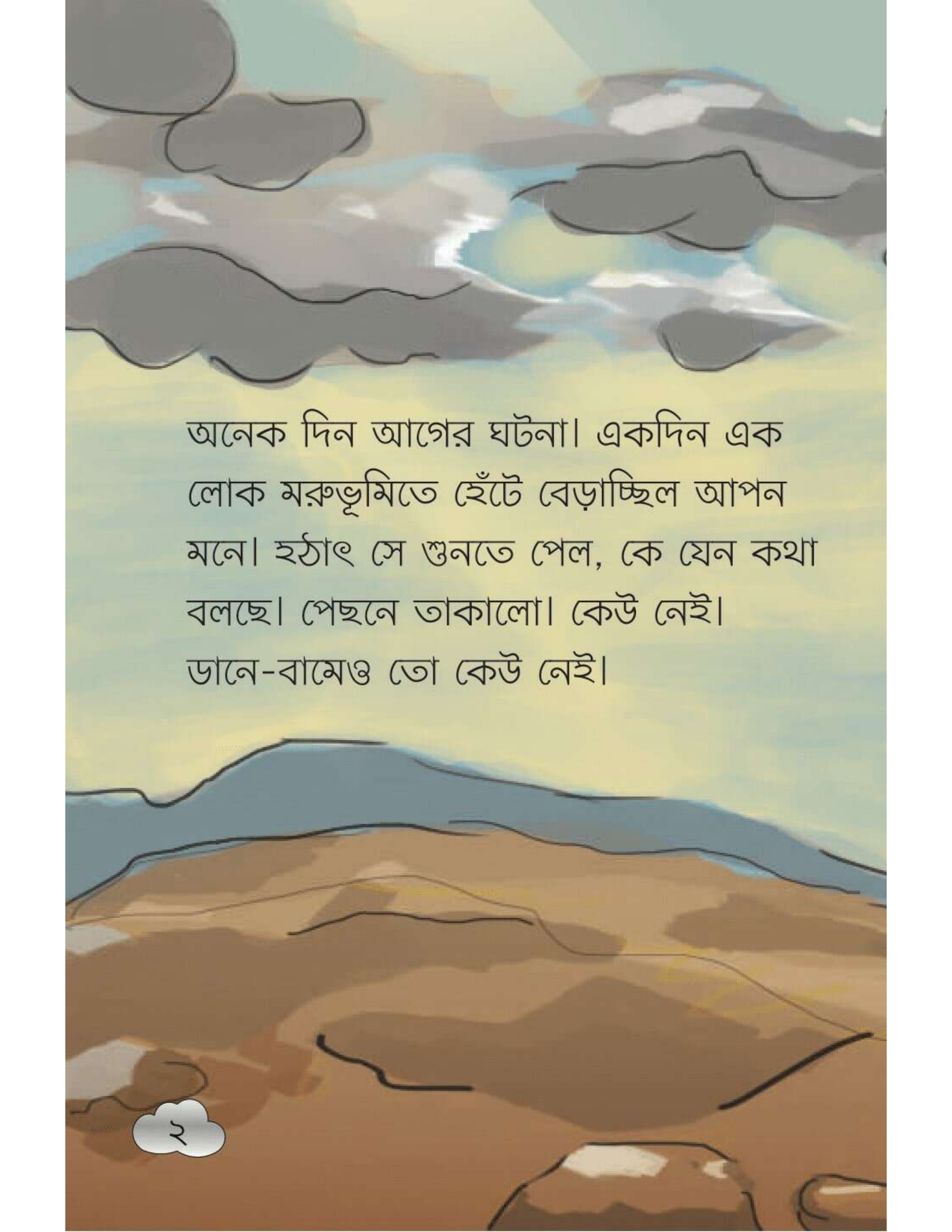


শহরটি অবস্থিত দুটি পাহাড়ের মাঝের
উপত্যকায়। নাম মা'রিব। মা'রিব-বাসীরা
ছিল অনেক ধনী।



মেঘের থেকে ডাক





অনেক দিন আগের ঘটনা। একদিন এক
লোক মরুভূমিতে হেঁটে বেড়াচ্ছিল আপন
মনে। হঠাৎ সে শুনতে পেল, কে যেন কথা
বলছে। পেছনে তাকালো। কেউ নেই।
ডানে-বামেও তো কেউ নেই।

কাছে-ধারে কোথাও তো কাউকে দেখা
যাচ্ছে না! কে কথা বলছে? কোথেকে
আসছে কথার শব্দ? খুব খেয়াল করে
শুনলো লোকটা।

আরে, একি! শব্দ তো
মাথার ওপর থেকে
আসছে!



ছোট্ট বকুরা! সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তোমাদের জন্য এই বইগুলো প্রস্তুত করেছেন অনেকে মিলে। একেবারে প্রথমে ভেবেছিলেন শরীফ আবু হায়াত অপু ভাইয়া; সাথে ছিলেন সানজিদা শারমিন আর ইয়েসমিন আপু। এরপর আবার নতুন করে শুরু করেছেন আহমদ রফিক ভাইয়া। লেখক আর অঙ্কনশিল্পীদের সাথে বইগুলো সুন্দর করার জন্য এরপর এগিয়ে এসেছেন তোমাদের মালিহা আপু, শারমিন ফারজানা বাসুনীয়া, শরীফুল আলম, মাসুদ শরীফ আর যাহিদ ভাইয়া। আবার আতিক ভাইয়া কষ্ট করেছেন ছাপা সুন্দর করতে; সাহিল ও তোফায়েল ভাইয়া চেষ্টা করেছেন তোমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিতে। তাওহীদ ভাইয়া চিন্তায় ছিলেন, ‘এত টাকা লাগবে! তা কোথায় পাব আমরা?’ এছাড়া আরও অনেকের অবদান রয়েছে অনেক কাজে।

তোমরা তো ছোট্ট মানুষ, নিষ্পাপ। তোমরা সকলের জন্য দু‘আ করবে যেন তারা আরও অনেক অনেক ভালো কাজ করতে পারেন। আল্লাহ যেন তাদেরকে মাফ করে দেন।

তথ্যসূত্র

- মুসনাদ আহমেদ, ৭৮৮১
- মুসলিম ৫৫:৫৬
- ইমাম নববী, শারহ আলা মুসলিম